সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat
বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

১০ আগস্ট ২০২৫ | রবিবার

# পাটখাত পুনরুজ্জীবনে এক বছরে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার

**ডেস্ক রিপোর্টঃদেশের পাট ও বস্ত্রখাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে গত এক বছরে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়।**
**পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের প্রসার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।**

এই খাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্লাস্টিকের টেকসই বিকল্প হিসেবে পাটজাত পণ্যের প্রচার করা। পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগের দেওয়া তথ্যানুসারে, পলিথিন ব্যবহার বন্ধে গ্রাহকদের উৎসাহিত করতে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীর ইউনিমার্ট এবং স্বপ্নতে বিনামূল্যে পাটের ব্যাগ বিতরণ করা হয়েছে, খবর বাসস। শহুরে ক্রেতাদের জন্য এই ব্যাগগুলোর নকশা ও মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কেনাকাটার জন্য গ্রাহকরা যেন বাসা থেকে নিজেদের পাটের ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে আসে, সে ব্যাপারে উৎসাহিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে সুপারমার্কেট মালিকদের।

এছাড়া, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ রয়েছে। ওই আইনে গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে সকল শপিংমল, খুচরা আউটলেট ও কাঁচা বাজারে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র ও পাটকলগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চলছে, যার মধ্যে অনেকগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলও রয়েছে। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনে (বিজেএমসি) বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সংস্কার পরিকল্পনাও চলমান রয়েছে।
এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১১টি পাটকল বর্তমানে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং অন্যান্য কারখানা লিজ দেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে।
বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলোর শ্রমিকদের অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে একীভূত করার জন্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
কর্মীদের সুষ্ঠু স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে।
গত এক বছরে বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার এবং বাংলাদেশের বস্ত্র ও পাটখাতে বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

**ইতোমধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুইজারল্যান্ড, পাকিস্তান, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতরা বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণ, বিশেষ করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, রেশম শিল্প ও পাটজাত পণ্যের বিশ্ব বাজার নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের দেশের মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেছেন।**
**একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো, ২০২৪ সালের নভেম্বরে লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসে পাট পণ্য প্রদর্শনী কর্ণারের উদ্বোধন। এছাড়া মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তাতে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতে বিনিয়োগ করতে এবং বাংলাদেশি পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।**
**চলমান বহুমুখী প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়টি বিকল্প ধারার পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির ব্যাপারে প্রচারের জন্য পাটখাতের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি), বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএমএ) ও নারী উদ্যোক্তারা। প্লাস্টিক পণ্যের পরিবর্তে পাটজাত পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করতে জেডিপিসি বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সচেতনতামূলক প্রচারের আয়োজন করেছে।**
**তাছাড়া, পাটের আঁশ থেকে তৈরি পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ তৈরির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পাইপলাইনে রয়েছে।**

এই প্রকল্পের জন্য একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
এই খাতে দক্ষ পেশাদারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বেশ কয়েকটি নিয়োগ প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।
এছাড়া, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড দেশের রেশম শিল্পের বিকাশ, রেশম পোকার রোগমুক্ত ডিম বিতরণ এবং রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় রেশম চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। রেশম শিল্প সংশ্লিষ্টদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রেশম বোর্ড একাধিক সভা ও কর্মশালার আয়োজন করেছে।
গত বছরের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এর আওতায় ৮২টি ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে মোট ৯ লাখ ৫৮ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সময়ে পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসার জন্য ১০ হাজার ২৫১টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। এর ফলে সরকারের ২ কোটি ৭৭ লাখ টাকারও বেশি রাজস্ব আয় হয়েছে।

মন্ত্রণালয় এই খাতের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প চালু করেছে। যার মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল মিলের জন্য ইজারা ব্যবস্থা এবং উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক পাট ও পাট বীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প চালু করা।
এই প্রকল্পের আওতায় ৩৬টি জেলার কৃষককে পর্যাপ্ত পাটের বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে, যা গ্রামীণ এলাকায় পাট শিল্পের বিকাশে উৎসাহ যুগিয়েছে।

# পার্বত্য চট্টগ্রামের ১০০ বিদ্যালয়ে স্টারলিংক চালু করবে সরকার

**ডেস্ক রিপোর্ট: পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের ই-লার্নিং ও আধুনিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১০০টি বিদ্যালয়ে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সংযোগ চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। আজ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এ তথ্য জানিয়েছেন।**

তিনি বলেন, এই উদ্যোগ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত এক বিপ্লব হবে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার শিক্ষার্থীরা অনলাইনে শহরের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ক্লাসে অংশ নিতে পারবে। এতে শিক্ষার মানে সমতা নিশ্চিত হবে। এই উদ্যোগ পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলবে, যা তাদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনে সহায়ক হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জাতিগত জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চয়তা সম্পর্কে জানতে চাইলে সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, 'আমার মূল চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হবে। আমরা সবসময় কোটা পাব না। প্রতিযোগিতা করতে হলে কিছু ভালো স্কুল-কলেজ গড়ে তুলতে হবে। আমার প্রধান চিন্তা স্যাটেলাইট শিক্ষাব্যবস্থা। এ জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।'

সরকার পার্বত্য অঞ্চলেপ্রকৌশল কলেজ, একটি নার্সিং কলেজ, হোস্টেল, অনাথালয় এবং ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনাও করছে বলে জানান উপদেষ্টা। তিনি জানান, পার্বত্য এলাকার জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সরকার তিন বছর মেয়াদি বাঁশ চাষ পরিকল্পনা এবং আরও পশুপালন ও মৎস্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, 'পার্বত্য জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হবে বাঁশ চাষ। আমরা বাঁশের উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে চাই এবং এ অঞ্চলের পানি সংকট কমাতে চাই।'

তিনি বলেন, 'আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখেই পাহাড়ি অঞ্চল উন্নয়ন করতে চাই। পরিবেশ রক্ষায় বাঁশ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজু বাদাম, কফি ও ভুট্টার চাষেরও উদ্যোগ নিয়েছি।'

উপদেষ্টা বলেন, 'পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়নে সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলা এবং এলাকার সব সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এই সরকার সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সবার অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা অর্জনে আমরা নানা উদ্যোগ নিচ্ছি। পাশাপাশি আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।'

বর্তমান সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেই দেশকে এগিয়ে নিতে চায় উল্লেখ করে সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, 'এই সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে সকল সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা এবং একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের সকল দুয়ার উন্মুক্ত করেছে। পাহাড়ি জনগণ কৃষিখাতে পিছিয়ে আছে।

আমরা চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় উৎপাদিত কফি ও কাজু বাদামের উৎপাদন সারাদেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে দিতে।'তিনি বলেন, 'আমরা পাহাড়ি জনগণ আর পিছিয়ে থাকতে চাই না। আমরা দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে একীভূত হতে চাই। সমাজে সকলে যেন ভূমিকা রাখে, তা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাবতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকবে হবে।'

সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, 'কাপ্তাই হ্রদের সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো উচিত।'

তিনি রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদকে স্বর্ণের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এই জলাশয় থেকে মাছ আহরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

উপদেষ্টা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'বর্তমান সরকার আমাদের সব দিক থেকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় আমরা একটি সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই। এই সরকার সকল নাগরিকের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সরকার পার্বত্য এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উন্নত ও সহায়ক ক্রীড়া পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা।

# মানুষকে ভোটকেন্দ্রে আনাই বড় চ্যালেঞ্জ: সিইসি

**ডেস্ক রিপোর্টঃ নির্বাচন সিস্টেমের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে তাই মানুষকে ভোটকেন্দ্র নিয়ে আসাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন।**

**একইসঙ্গে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, "আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন স্বচ্ছ ও সুন্দর ভাবে পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্বাচন কাঠামো, এই খাতে ব্যাপক জনবল সব কিছুই গুছিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে কমিশন।"**

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন তিনি,খবর বিডি নিউজ ২৪।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্টরা আগামী নির্বাচনে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করবে না। দেশের ১৮ কোটি মানুষের হয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই কাজ করবে।"

এ সময় গত নির্বাচনে যেসব প্রিজাডিং অফিসার ভোট গ্রহণে সমস্যা তৈরি করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

নাগরিকদের উদ্দেশ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "ভোট দেয়া যেমন নাগরিক দ্বায়িত্ব; তেমনি ঈমানি দ্বায়িত্বও বটে।"

এছাড়া এআইএ এর মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষকে বিভ্রান্ত ছড়ানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "এসব বিভ্রান্তি মোকাবেলা করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।"

জাতীয় সংসদ নির্বাচন চলাকালীন সময়ে সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হবে তবে ভোটকেন্দ্রের ভিতরে সরাসরি সম্প্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

মতবিনিময় সভায় রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাসহ বিভাগের প্রত্যেকটি জেলার নির্বাচনি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

# তারেক রহমানই দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী: মির্জা ফখরুল

**ডেস্ক রিপোর্টঃ তারেক রহমানই দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।**

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) জাতীয় কাউন্সিলে তিনি এ মন্তব্য করেন, খবর বাংলা নিউজ ২৪।

মির্জা ফখরুল বলেন, তারেক রহমান যে ৩১ দফা প্রস্তাব করেছেন, তা দেশের স্বাস্থ্যখাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনার শক্তি রাখে।

**তিনি আরও বলেন, পারস্পরিক হিংসার যে কালচার তৈরি করা হয়েছে, তা আমাদের ধ্বংস করেছে, আমাদের এ কালচার থেকে বের হয়ে আসতে হবে।**

**সরকারের ওষুধশিল্প নীতিসহ বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, শুধু ভোটের অধিকার নয়, মানুষের সব অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।**

**জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব।**

# মার্কিন শুল্ক ও এনবিআরের আন্দোলনে কমেছে রপ্তানি

**ডেস্ক রিপোর্টঃ** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাম্প্রতিক আন্দোলন, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের ঘোষণাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সমস্যার প্রভাব পড়েছে দেশের পোশাক খাতে। এসব কারণে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে আগের প্রান্তিকের তুলনায় কমে গেছে পোশাক রপ্তানি। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৯১১ কোটি ডলারের, যা তার আগের প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ) তুলনায় ১১ দশমিক ৯২ শতাংশ কম। যদিও আগের অর্থবছরের একই প্রান্তিকের তুলনায় তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয় ৩ শতাংশের মতো বেড়েছে,খবর সমকাল।

সম্প্রতি প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে দেশের তৈরি পোশাক খাত গুরুতর কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমন– বিশ্ব অর্থনীতিতে নিম্নগতি এবং বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন। গত অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে যা রপ্তানিকে দুর্বল করে তোলে। বাণিজ্য নীতিতে পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা। ঘোষণাটি ওই প্রান্তিকে বাস্তবায়ন না হলেও তা রপ্তানি আদেশ স্থগিত হওয়া ও ক্রেতাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সময়ে ভারত স্থলপথে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করে। যার ফলে লজিস্টিকস কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার সীমিত হয়। এসব সমস্যার পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনের কারণে শুল্ক প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে। সময়মতো পণ্য জাহাজীকরণ ব্যাহত হয়। আর বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিকূলতা, দেশে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং রপ্তানি বাজারে বৈচিত্র্যহীনতার কারণে অস্থিরতা তৈরি হয় রপ্তানিতে।

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রশাসন গত ৩১ জুলাই অন্য দেশগুলোর পাশাপাশি বাংলাদেশি পণ্যেও পাল্টা শুল্কের হার সংশোধন করে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করে। গত বৃহস্পতিবার থেকে পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয়েছে। তাতে বাংলাদেশ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।

১২ মে এনবিআর বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুটি বিভাগ করে অধ্যাদেশ জারি করে সরকার। এর পর থেকে এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অধ্যাদেশ বাতিল ও যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে প্রায় দেড় মাস আন্দোলন করেন। ২৮ ও ২৯ জুন সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে সব কাজ বন্ধ করে দেন তারা। পরে ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত অর্থবছরের শেষ সময়টা তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য ভালো ছিল না। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যমতে, গত অর্থবছরের শেষ মাস জুনে আগের অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় পোশাক রপ্তানি কমে যায় ৬ শতাংশ। তবে অর্থবছরটিতে রপ্তানি আয় আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ বেড়েছে।//

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com